ইউটিন ৩

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও আবশ্যকীয় শিখনক্রম

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত মোটামুটি ধারণা আপনার হয়ত আছে। শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জন প্রক্রিয়ায় এ দুটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্রম হচ্ছে ব্যাপক আর পাঠ্যসূচি হল এর অপরিহার্য একটি অংশ। অন্যদিকে আবশ্যকীয় শিখনক্রম একটি নতুন ধারণা। শিখন-শেখানো কার্যক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পঠন-পাঠন উপকরণ প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে এটির প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বলে একে ভুল করা যাবে না। শিক্ষকতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে একজন শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান ইউনিটকে চারটি পাঠে ভাগ করা হল। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৩.১: শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

পাঠ- ৩.২: প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলার আবশ্যকীয় শিখনক্রম

পাঠ- ৩.৩: প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলা শিখনক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবলি এবং যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম

পাঠ- ৩.৪: প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলার অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ

পাঠ ৩.১ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবেন।

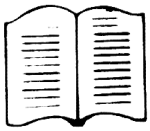

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দ দুটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি কিন্তু এদের প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করা বেশ কঠিন। প্রত্যেক শিক্ষককে অবশ্যই এগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। কেন না শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থার আবশ্যিক উপাদান এ দুটি। মাতৃভাষার শিক্ষককে অবশ্যই মাতৃভাষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

শিক্ষাক্রম কি?

শিক্ষাক্রমের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমই শিক্ষাক্রমের বিবেচ্য বিষয়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাধীনে শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক তৎপরতা ও শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার আয়োজনকে শিক্ষাক্রম বলা হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন, শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের এটি একটি বিশদ নির্দেশিকা বিশেষ। মূলত শিক্ষাক্রম হল কোন বিশেষ স্তরের শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ দলিল যা কোন দায়িত্বশীল সংগঠন কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত সব কিছুই শিক্ষাক্রমকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

শিক্ষাক্রমের উপাদান

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হল:

১. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা;

২. শিক্ষার কাঠামো নির্ধারণ করা;

৩. পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বিষয়বস্তু নির্বাচন;

৪. শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন উপকরণ তৈরি করা;

৫. শিখন-শেখানো কলাকৌশল নির্ধারণ এবং

৬. মূল্যায়ন পদ্ধতি নিরূপণ।

শিক্ষাক্রম বলতে উপরের সবগুলো ধাপকে বুঝায়। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষাক্রমের অন্যান্য উপদানগুলোকে পরিচালিত করে।

পাঠ্যসূচি কি?

এবার পাঠ্যসূচির কথায় আসা যাক। পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য ও বিশিষ্ট উপাদান। শিক্ষাক্রমকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য এবং এর বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের প্রধান উপকরণ পাঠ্যসূচি। এ কারণেই অনেক সময় শিক্ষাক্রম আর পাঠ্যসূচিকে অভিন্ন মনে হয়। পাঠ্যসূচি একদিকে যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো প্রতিফলনের লক্ষ্যে নির্বাচিত হয় অপর দিকে এটি

পাঠ্যপুস্তক লিখন, শিখন-শেখানো কাজ ও মূল্যায়নের কলাকৌশল নির্ণয়ের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রম উন্নয়নের একটি ধাপ হলেও এটি শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহ এবং শিক্ষাক্রমের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র। শিক্ষাক্রমকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সঠিক বিষয়সূচি নির্ধারণ, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু বিন্যাস, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সহায়ক উপকরণ নিরূপণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য পাঠ্যসূচি একটি আবশ্যকীয় হাতিয়ার বিশেষ। তাই দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্রমের পরিধি ব্যাপক আর পাঠ্যসূচি তার অংশ বিশেষ।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন: মৌলিক ও নির্দেশক নীতি

শিক্ষাক্রমের নির্দেশক নীতি

- শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন।
- স্তর পরস্পরায় শিক্ষার্থীর বয়স, ক্ষমতা, অভিরুচি ও অনুরাগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কুশলতা ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের সহায়ক তৎপরতা ও অভিজ্ঞতার আয়োজন।
- একটি বিশিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনশীল জীবন ও জীবিকা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা দান।
- সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বিকাশে সুস্পষ্ট কার্যক্রমের নির্দেশ দান।
- সৃজনশীল ও জীবনমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করা।

পাঠ্যসূচি নির্ধারণ: নির্দেশক নীতি

পাঠ্যসূচির নির্দেশন নীতি

পাঠ্যসূচি একটি প্রয়োগিক বিষয়। শিক্ষকের কাছে এর ব্যবহারিক মূল্য খুব বেশি। তাই পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যেমন:

- শিক্ষাক্রমে বর্ণিত নির্দেশক-নীতি অনুসারে পাঠ্যসূচিতে বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট নির্দেশ সন্নিবেশিত করা।
- শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য অর্জনে তথা সামাজিক চেতনাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে এরূপ বিষয়বস্তুর সমাবেশ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত ও পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজনে নবতর উদ্ভাবনা ও ভাবধারা বিকাশে সহায়তা দান।
- পাঠ্যসূচির অবশ্য অনুষঙ্গ হিসেবে মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান।

শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলার স্থান

আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মাতৃভাষা বাংলার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষণীয় যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান, নৈপুণ্য ও ভাব সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার পরিসর বিস্তৃত। মাতৃভাষাই আমাদের শিক্ষার মাধ্যম। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সফল রূপায়নে মাতৃভাষা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষা শিক্ষা তাই শিক্ষাক্রমের মূল ভূখন্ড জুড়ে রয়েছে। শিক্ষার যাবতীয় উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য ভাষা শিক্ষা, বিশেষ করে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অত্যধিক। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞান আহরণের সুযোগ থাকে। এছাড়া মাতৃভাষার সম্যক দখল থাকলে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শিক্ষার্থী সহজে আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে তাই মাতৃভাষা বাংলার স্থান সবার উপরে।

মাতৃভাষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

অধিকন্তু একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে মাতৃভাষা ও সাহিত্য বিদ্যালয়ে পঠিত হয়। এ কারণেই পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলা বিষয়টি সযত্ন দৃষ্টি ও পরিচর্যার দাবী রাখে। প্রাথমিক স্তরেই ভাষার চারটি মৌলিক নৈপুণ্যের আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের সূচনা ঘটে এবং এ অনুশীলনের মধ্য দিয়েই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ নিশ্চিত হয়। ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে এ ধারণা সর্বজনীন যে, প্রাথমিক স্তরের মাতৃভাষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে একান্ত ভাবেই ভাষাভিত্তিক।

মাতৃভাষা ভালভাবে শুনতে, বলতে, বুঝতে এবং লিখতে শিখলে শিশু যে কোন বিষয় নিজে সহজে বুঝতে পারবে, অপরকে বোঝাতে পারবে এবং তার অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারবে। আগেই বলেছি প্রাথমিক পর্যায়কে শিশুর ভাষা নৈপুণ্য অর্জনের প্রস্তুতিপর্ব বলা হয়। কথা বলা ও পড়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণ ও স্বাভাবিক স্বর-তরঙ্গ রক্ষা করার বিষয়টি শিশুকে শেখাতে হয়। অনুরূপভাবে লেখার ক্ষেত্রে গতি, নির্ভুলতা ও স্পষ্টতা বিধানের জন্য অনুশীলন করাতে হয়। উক্ত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরে শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. কোন উক্তিটি সঠিক?
ক. পাঠ্যসূচি হল ব্যাপক আর শিক্ষাক্রম এর অংশ বিশেষ
খ. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অভিন্ন
গ. শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের প্রধান উপকরণ পাঠ্যসূচি
ঘ. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীল-নকশা বিশেষ।

২. কোন ক্রমটি সঠিক?
ক. পাঠ্যসূচি-পাঠ্যপুস্তক-শিক্ষাক্রম
খ. পাঠ্যসূচি-শিক্ষাক্রম-পাঠ্যপুস্তক
গ. শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচি-পাঠ্যপুস্তক
ঘ. শিক্ষাক্রম-পাঠ্যপুস্তক-পাঠ্যসূচি।

৩. কোন উক্তিটি সত্য নয়?
ক. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান ধাপ
খ. পাঠ্যসূচিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রধান হাতিয়ার শিক্ষাক্রম
গ. পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য ও বিশিষ্ট উপাদান
ঘ. প্রাথমিক স্তরের মাতৃভাষার পাঠ্যসূচি হবে ভাষাভিত্তিক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বলতে কি বুঝায়?

২. পাঠ্যসূচিকে শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য উপাদান বলা হয় কেন?

৩. শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষার স্থান কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

পাঠ ৩.২

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলার আবশ্যকীয় শিখনক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- আবশ্যকীয় শিখনক্রম কি ও কেন এদুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন;
- মাতৃভাষা বাংলার আবশ্যকীয় শিখনক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- আবশ্যকীয় শিখনক্রমের সুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

পটভূমি

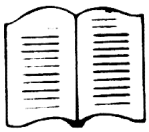

আমাদের দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৮১ সাল থেকে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগমন উপযোগী অধিক সংখ্যক শিশুর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ভর্তিকৃত শিশুর অধিকাংশকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রাখা;
- জীবনের চাহিদা অনুযায়ী শিশুকে সফল শিক্ষা লাভে সহায়তা করা।

আবশ্যকীয় শিখনক্রমের পটভূমি

কিন্তু দেখাগেল বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য উপরোক্ত যে উদ্দেশ্যগুলো স্থির করা হয়েছিল তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৬ সাল থেকে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর আওতায় প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ের আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আবশ্যকীয় শিখনক্রমে কি এবং কেনই বা তা প্রণয়ন করা হয়?

আমরা আগেই জেনেছি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ব্যাপক হারে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা। এবং পরবর্তীকালে এ সব শিশু যাতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তা নিশ্চিত করা। কিন্তু শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধরে রাখলেই সর্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুরা যাতে শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

অবশ্যকীয় শিখনক্রম কেন?

এদেশের বেশির ভাগ শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই প্রান্তিক শিক্ষা। প্রান্তিক শিক্ষা হিসেবে এ স্তরের সকল শিশুকে একটি আবশ্যকীয় মানের শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করে দিতে হবে। সেজন্য আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এস্তরের শিক্ষাশেষে শিশুর মধ্যে কিরূপ আচরণিক পরিবর্তন ঘটবে। এই উদ্দেশ্যে শিশুর কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে তা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সমাজের একজন সক্ষম সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্যও তাকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই ক্ষমতা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য একান্ত আবশ্যকীয় কিছু যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনে শিশুকে সহায়তা করতে হবে।

বিদ্যালয়ে ভর্তি করা শিশুদের সামর্থ ও চাহিদার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে অতি আবশ্যকীয় যোগ্যতাগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা সহ প্রধান ১১টি বিষয়ের শিখনক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো সুবিন্যস্ত উপস্থাপনের মাধ্যমেই প্রণীত হয়েছে আবশ্যকীয় শিখনক্রম। আশা করা হয়েছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিশুই প্রণীত শিখনক্রমের মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের সুযোগ পাবে।

বাংলা: অবশ্যকীয় শিখনক্রম

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি ও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করি। অন্যান্য বিষয় শিখতেও শিশুকে মাতৃভাষার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে অবশ্যই মাতৃভাষা ব্যবহারের পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই প্রাথমিক স্তরের শেষে শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় কতটুকু দক্ষতা অর্জন করবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। একে বলা হয়েছে বাংলা ভাষার **প্রান্তিক যোগ্যতা**। এরপর এই দক্ষতার কতটুকু কোন শ্রেণিতে অর্জন করবে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হল বাংলা ভাষার **অবশ্যকীয় শিখনক্রম**।

ভাষা শেখার জন্য চারটি দক্ষতা অর্জন আবশ্যক– শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্যও এ চারটি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। একটু আগে বলেছি, আবারও বলছি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে এ চারটি দক্ষতার কতটুকু ন্যূনপক্ষে অর্জন করবে তাকে প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করে কোন শ্রেণিতে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করবে তা আবশ্যকীয় শিখনক্রমের তালিকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা আশা করতে পারি এই আবশ্যকীয় শিখনক্রম ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো আয়ত্ত করার পর একজন শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণির পাঠশেষে যদি লেখাপড়া আর নাও করে তবু সমাজ পরিবেশে ব্যবহারিক জীবনে সে বাংলা ভাষা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

উদ্দেশ্য

দৈনন্দিন জীবনে চিঠিপত্র ও দরখাস্ত লেখা, চিঠি, বিজ্ঞাপন, দলিল ইত্যাদি পড়তে পারা– এ ধরনের ব্যবহারিক বাংলায় দক্ষতা অর্জন করা যে কোন সাধারণ নাগরিকের জন্য একান্ত আবশ্যক। প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী যদি নির্ধারিত আবশ্যকীয় শিখনক্রম অনুযায়ী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। অন্ততঃপক্ষে সে অন্যের কথা শুনে মনের ভাব বুঝতে পারবে, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে পারবে, মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, হাতের লেখা, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ পড়ে বুঝতে পারবে এবং স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে লিখতে পারবে। এই উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখেই প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে।

আবশ্যকীয় শিখনক্রমের সুবিধা

আবশ্যকীয় শিখনক্রমের সুবিধা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে প্রণীত আবশ্যকীয় শিখনক্রমের মাধ্যমে যে সকল সুবিধা নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হয়েছে সেগুলো হল:

- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সকল ধাপে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে শিখনক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো অপরিবর্তিত থাকবে।

- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে সকল শিশুর চাহিদা পূরণের উপযোগী শিক্ষাক্রম রচনায় এটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
- দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় মান অর্জন সম্ভব হবে।
- শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জিত মানের তারতম্য হ্রাস পাবে।
- সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশব্যাপী সকল শিশুর জন্য কার্যকর প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন সহজতর হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের চাহিদার সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত হবে এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার নমনীয় প্রমোশন নীতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এই পদক্ষেপ প্রত্যক্ষভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার সাথে সাথে পরোক্ষভাবে এর পরিমাপগত মান বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেনঃ

এটি শিখনক্রম–শিখন-শেখানো কার্যক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পঠন-পাঠন উপকরণ প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। একে শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচি বলে ভুল করবেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়–
ক. ১৯৭৪ সাল থেকে
খ. ১৯৮১ সাল থেকে
গ. ১৯৮৬ সাল থেকে
ঘ. ১৯৯১ সাল থেকে।

২. প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়–
ক. ১৯৮১ সাল থেকে
খ. ১৯৮৫ সাল থেকে
গ. ১৯৮৬ সাল থেকে
ঘ. ১৯৯০ সাল থেকে।

৩. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে তখনই যখন–
ক. অধিক সংখ্যক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আগ্রহী হবে
খ. অধিক সংখ্যক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে
গ. অধিকাংশ ভর্তিকৃত শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করবে
ঘ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারবে।

৪. আবশ্যকীয় শিখনক্রমের বিশেষ একটি সুবিধা হচ্ছে–
ক. দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় মান অর্জন সম্ভব হবে
খ. শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মানের তারতম্য বৃদ্ধি পাবে
গ. আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হবে
ঘ. প্রাথমিক শিক্ষায় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার ঘটবে।

আ) সক্ষপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আবশ্যকীয় শিখনক্রম কি?

২. আবশ্যকীয় শিখনক্রমের প্রয়োজন কেন হয়েছে?

পাঠ ৩.৩

প্রাথমিক স্তরের মাতৃভাষা বাংলা শিখনক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- প্রাথমিক স্তরের শিখনক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে তা বলতে পারবেন;
- প্রাথমিক স্তরের মাতৃভাষা বাংলা শিখনক্রমের উদ্দেশ্য আলোচনা করতে পারবেন এবং
- যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রমের উদ্দেশ্য ও প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

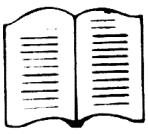

প্রাথমিক স্তরের মাতৃভাষা বাংলা শিখনক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার আগে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা দরকার। কারণ প্রত্যেক কাজই ক্রমপর্যায় রক্ষা করে সম্পন্ন হয়। এছাড়া এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হওয়ার কার্যপদ্ধতিও আমাদের জানতে হবে। এবার আসুন আমরা এক এক করে সেগুলো জানতে চেষ্টা করি।

কার্যপদ্ধতি

(১) শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি পর্যালোচনা: ভবিষ্যত নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটনোর ও জাতি গঠনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হল শিক্ষাব্যবস্থা। সে কারণে দেশের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আগত সকল শ্রেণির জনগণের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করা তথা আকাঙ্খিত ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি করা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞগণ নিম্নলিখিত দিকগুলো সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেন–

(ক) জাতীয় দর্শন ও নীতিমালা।
(খ) শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যসমূহ।
(গ) সমকালীন জীবনের চিন্তা ভাবনা।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের পটভূমিতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের সূচনাকালে উপরোক্ত দিকগুলো এবং শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ পর্যালোচনা শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়:

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস।

২. দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব।

৩. মানবতা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব।

৪. নৈতিক মূল্যবোধ।

৫. সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা।

৬. প্রয়োগমুখী ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষা।

৭. কায়িক শ্রমের মর্যাদা।

৮. নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি, সৃজনশীলতা ও গবেষণা।

(২) প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি পর্যালোচনা ও পুনর্নির্ধারণ: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম শাখার বিশেষজ্ঞগণ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন। এবং বিভিন্ন দলিল পত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লেখা উদ্দেশ্যাবলি সম্মিলিতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন। এভাবে পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও ১৯টি সাধারণ উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য: দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্যাবলি: উপরোক্ত মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ১৯টি সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে। এই ১৯টি উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে- **ভাষা সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা**। আর এটিই হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলা শিখনক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটি অর্জন করার জন্য ভাষা শেখার ৪টি মৌলিক দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। আবার এই ৪টি মৌলিক দক্ষতা অর্জনের জন্য ২৪টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেগুলো সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত ভাষা সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ফলে প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ শিশুরা অন্ততঃপক্ষে অন্যের কথা শুনে মনের ভাব বুঝতে পারবে ও সমাজ পরিবেশে, ব্যবহারিক জীবনে সে বাংলা ভাষা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। তবে এ স্তরে পৌঁছানোর জন্য তাকে ২৪টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। প্রত্যেকটি প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু কোন শ্রেণিতে অর্জিত হতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

শিখনক্রম

কোন একটি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য শ্রেণিভিত্তিক প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ঐ যোগ্যতার বিভাজিত অংশের ক্রম বিন্যাসকে **শিখনক্রম** বলা যায়।

শিখনক্রমগুলো অনুযায়ী বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক নির্ধারিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। যথাযথ পদ্ধতিতে পাঠদান ও শিশুর অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন

এই পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটিই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগত সকল শিশুর চাহিদা পূরণের উপযোগী শিক্ষাক্রম রচনার মূল ভিত্তি। প্রথমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করা হয়। পরে এই তালিকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বাংলা সহ ১১টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যোগ্যতাগুলো পৃথক পৃথকভাবে

বাছাই করে বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তারপর বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে কোন শ্রেণিতে কতটুকু অর্জিত হবে তা চিহ্নিত করে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়। আশা করা হচ্ছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুই প্রণীত শিখনক্রমসমূহের মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের সুযোগ পাবে।

তাহলে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম বলতে আমরা কি বুঝি?

বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করার পর পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ধাপে ধাপে কোন শ্রেণিতে এর কতটুকু অর্জিত হবে তা চিহ্নিত করে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যে শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয় তাই হচ্ছে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি পর্যালোচনার আওতায় আসে?
ক. জাতীয় দর্শন ও নীতিমালা
খ. শিক্ষার্থীদের পছন্দ-অপছন্দ
গ. শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সমূহ
ঘ. বিশেষজ্ঞদের দেওয়া উপদেশাবলি।

২. বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য কয়টি?
ক. ১১টি
খ. ১৯টি
গ. ২৭টি
ঘ. ৫৩টি।

৩. ভাষা শেখার মৌলিক দক্ষতা কয়টি?
ক. ৪টি
খ. ৭টি
গ. ১১টি
ঘ. ১৫টি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাথমিক স্তরের শিখনক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে?

২. প্রাথমিক স্তরের মাতৃভাষা বাংলা শিখনক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করুন।

৩. যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম কি?

পাঠ ৩.৪ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলার অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- যোগ্যতা ও প্রান্তিক যোগ্যতা কাকে বলে তা বলতে পারবেন ও তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- মাতৃভাষা বাংলার অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শেষে অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতা নিরূপণ:

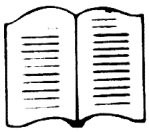

প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতার পাটভূমিতে এ স্তরের শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য একটি বিষয় আমাদের কাছে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে, তা হল- এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিশুর কতটুকু আচরণিক পরিবর্তন ঘটবে এবং তার মধ্যে কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিশুর শিক্ষা শুধু তার বর্তমান চাহিদা মেটাবার বা বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যই নয়। তার ভবিষ্যত জীবনে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুখী মানুষ এবং সমাজের একজন সক্ষম সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্যও তাকে যথাযথ প্রস্তুতি দিতে হবে। বর্তমান যুগে যে রকম দ্রুতগতিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবন ধারার পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তাতে আগামী কয়েক দশকে তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কষ্টকর। তাই আজকের দিনের শিশুকে এমন যোগ্যতা ও সামর্থ্য অর্জন করতে হবে যেন ভবিষ্যত পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সে একজন সার্থক মানুষ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। এ সামর্থ্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য অনাবশ্যক তত্ত্ব ও তথ্য শেখার পরিবর্তে একান্ত আবশ্যকীয় বিশেষ যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে।

যোগ্যতা কাকে বলে?

পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে কোন জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পর শিশু তার বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময়ে তা কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার একটি যোগ্যতা বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– বাংলা বিষয়ের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শুদ্ধভাবে ও স্পষ্টস্বরে কথা বলতে পারার দক্ষতা আয়ত্ত করার পর শিশু যদি তার পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশে শুদ্ধ ভাষায় ও স্পষ্ট স্বরে কথা বলতে পারে তবে সেটি তার যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

প্রান্তিক যোগ্যতা

এভাবে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোকে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা। সাধারণত যে কোন যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথম শ্রেণি থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তবে কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু ও শেষ হওয়ার পর্যায় ভিন্নতরও হতে পারে। তাহলে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বা শুরু থেকে শেষ হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রান্তিক যোগ্যতা।

প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া প্রথম বা অপর কোন শ্রেণি থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পঞ্চম বা তার নিচের কোন শ্রেণিতে সমাপ্ত হয়। এজন্য প্রত্যেকটি প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু কোন শ্রেণিতে অর্জিত হতে পারে তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এছাড়া সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হলেও এর মাধ্যমে অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো সুনির্দিষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে অবশ্যই মাতৃভাষা ব্যবহারের পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক স্তরের শেষে শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় কতটুকু দক্ষতা অর্জন করবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। একে বলা হয়েছে বাংলা ভাষার প্রান্তিক যোগ্যতা।

ভাষা শেখার জন্য চারটি দক্ষতা অর্জন আবশ্যক- শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। বাংলা ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্যও এ চারটি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে এ চারটি দক্ষতার কতটুকু কমপক্ষে অর্জন করবে তাকে প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সব বিষয়ের জন্য অর্জন উপযোগী সর্বমোট ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ৪টিতে ভাষা শেখার চারটি দক্ষতার অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. সহজ চলিত বাংলায় কথোপকথন, বক্তৃতা, বর্ণনা ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে শুনে মূলভাব বুঝতে পারা।

২. সহপাঠী ও অন্যান্যদের সাথে মনোভাব ও অনুভূতি সঠিক এবং কার্যকরভাবে প্রকাশ ও আদান প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধ চলিত বাংলায় কথা বলতে পারা।

৩. সহজ বাংলা ভাষায় ছাপা ও হাতে লেখা বিষয়বস্তু বুঝে শুদ্ধভাবে পড়তে পারা এবং পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় লিখিত বিষয়বস্তু পড়ে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হওয়া।

৪. পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব সহজ বাংলা ভাষায় শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে লিখে প্রকাশ করতে পারা, সাধারণ চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারা এবং বিভিন্ন ফর্ম পূরণ করতে পারা।

উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি প্রান্তিক যোগ্যতাকে অর্জন উপযোগী করে ২৪টি যোগ্যতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেগুলো শিশু প্রথম শ্রেণি থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম শ্রেণির শেষ স্তরের মধ্যেই ধাপে ধাপে অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। এই ২৪টির মধ্যে শোনার জন্য ২টি, বলার জন্য ৬টি, পড়ার জন্য ১০টি ও লেখার জন্য ৬টি প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর সব কটির অর্জন প্রক্রিয়া প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু হয়নি। প্রথম শ্রেণিতে শোনার ২টি,বলার ৩টি, পড়ার ৪টি এবং লেখার ৩টি যোগ্যতা অর্জনের কাজ শুরু হয়। পঞ্চম শ্রেণির শেষে সব কয়টি যোগ্যতা অর্জন কার্যক্রম শেষ হয়। এক একটি যোগ্যতাকে আবার কয়েকটি উপযোগ্যতায় বিভক্ত করা হয়েছে।

এবার বাংলা ভাষার ২৪টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা তুলে ধরতে চেষ্টা করছিঃ

শোনা

১. কথোপকথন, গল্প, সহজ আলোচনা ও সাধারণ বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা।
২. কথোপকথন, গল্প, ছড়া, কবিতা, আলোচনা ও বক্তৃতা শুনে আনন্দ লাভ ও উপভোগ করতে পারা ও বক্তার অনুভূতি বুঝতে পারা।

বলা

১. চলিত রীতিতে সঠিক উচ্চারণে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারা।
২. গল্প ও সহজ সংলাপ বলতে পারা।
৩. ঘটনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারা।
৪. সঠিক ছন্দে সুন্দরভাবে ঝোঁকা ও স্বরভঙ্গি সহ কবিতা আবৃত্তি করতে পারা।
৫. বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে মৌখিক আদব-কায়দা প্রকাশ করতে পারা।
৬. বিভিন্ন পরিবেশে মতামত ও অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা।

পড়া

১. শ্রবণযোগ্য স্তরে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে পারা।
২. স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারা।
৩. শুদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারা।
৪. মুদ্রিত বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ছবির পাঠ পড়তে ও বুঝতে পারা।
৫. সহজ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন ধরনের সহজ সংকেত/নির্দেশ পড়তে ও বুঝতে পারা।
৬. স্বাভাবিক গতিতে নীরবে পড়তে ও বুঝতে পারা।
৭. পঠিত বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারা।
৮. কবি/লেখকের নাম পড়তে পারা।
৯. হাতের লেখা চিঠিপত্র, দরখাস্ত ও দলিল পড়তে পারা।
১০. জানা ও আনন্দ লাভের জন্য পাঠের অভ্যাস গঠন করতে পারা।

লেখা

১. স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে পারা।
২. শুদ্ধভাবে লিখতে পারা।
৩. বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহার করে লিখতে পারা।
৪. শুদ্ধ বানান ও যথাযথ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে শ্রুতলিপি লিখতে পারা।
৫. মনের ভাব নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারা।
৬. দরখাস্ত, চিঠিপত্র ও দিনপঞ্জি লিখতে পারা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. বাংলা ভাষার চারটি দক্ষতাকে সর্বমোট কয়টি প্রান্তিক যোগ্যতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে?
ক. ১১টি
খ. ১৫টি
গ. ২৪টি
ঘ. ২৫টি।

২. ''বিভিন্ন পরিবেশে মতামত ও অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা''- এর মাধ্যমে কোন যোগ্যতা পরিমাপ করা যাবে?
ক. শোনার
খ. বলার
গ. পড়ার
ঘ. লেখার।

৩. কোন জ্ঞান বা দক্ষতা আয়ত্ত করার পর তা কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান বা দক্ষতাকে বলা হয়–
ক. যোগ্যতা
খ. দক্ষতা
গ. নৈপুণ্য
ঘ. অভিজ্ঞতা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যোগ্যতা কাকে বলে?

২. প্রান্তিক যোগ্যতা বলতে কি বোঝায়?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বলতে কি বুঝায়?

২. শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষার স্থান নিরূপণ করুন।

৩. আবশ্যকীয় শিখনক্রম কি?

৪. যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম কি?

৫. প্রান্তিক যোগ্যতা বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য নিরূপণ করুন।

২. মাতৃভাষা বাংলার আবশ্যকীয় শিখনক্রম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৩. মাতৃভাষা বাংলার অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

১। গ; ২। গ; ৩। খ;

পাঠোত্তর মুল্যায়ন- ৩.২

১। খ; ২। গ; ৩। ঘ; ৪। ক;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

১। ক; ২। খ; ৩। ক;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

১। গ; ২। খ; ৩। ক;